আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের আবেদন

খাদ্য সুরক্ষা, কর্ম সংস্থান ও জন স্বাস্থ্যের স্বার্থে জল বাঁচাও, মাছ বাঁচাও, মৎস্যজীবী বাঁচাও

আমরা পশ্চিমবঙ্গের তিরিশ লক্ষের উপর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী নদী-সমুদ্রে মাছধরা, বিল-পুকুরে মাছ চাষ, মাছ শুকানো, বিক্রি ইত্যাদি করে জীবিকা নির্বাহ করি। সমুদ্রের উপকূলে ঘর বেঁধে, খটি তৈরি করে, উত্তাল ঢেউ আর ঝড়-বাদলের সাথে লড়াই করে অথবা নদী-জলায় দিনরাত পড়ে থেকে আমরা মাছ ধরি। ছোট ছোট পুকুর লিজ নিয়ে আমরা মাছ উৎপাদন করে থাকি। অমানুষিক পরিশ্রমে আমাদের দিন গুজরান হয়। এতে যে শুধু আমাদের পেট চলে তাই নয়, সমাজের মানুষ মাছ খেতে পায়। মৎস্যক্ষেত্রে কাজ করে প্রায় ৪ কোটি মৎস্যকর্মী যাদের অন্তত অর্ধেক মহিলা। সরকারী হিসেবে এদেশে বছরে ১৪০ লক্ষ টনের উপর মাছ উৎপন্ন হয়, দেশের ৮০ কোটি মানুষ মাছ খায়। আর বিদেশের বাজারে মাছ রপ্তানি করে অর্জিত হয় ৫০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। দেশের মানুষের খাদ্য সুরক্ষায় ও পৌষ্টিক মান বজায়ে, কর্ম সংস্থানে, অর্থনীতিতে মৎস্যকর্মীদের রয়েছে বিশাল ভূমিকা।

অথচ কি ভয়াবহ অবহেলা, বঞ্চনা আর অবিচারের শিকার আমরা! সাগরমালা প্রকল্পে উপকূল জুড়ে বন্দর তৈরী হচ্ছে, বড় বড় পর্যটন, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অন্যান্য শিল্প উপকূলের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করছে। আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বড় বড় যান্ত্রিক মৎসশিকার যান বা ট্রলার লুঠ করে নিচ্ছে। শতাধিক নদীতে ব্যাপকভাবে মাল পরিবহণের জন্য জাতীয় জলপথ ঘোষিত হয়েছে। চলেছে ড্রেজিং। দূষণ, অকাতরে জল তুলে নেওয়া ও জবরদখল নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয়ের জল ও মাছ ধ্বংস করছে। উৎখাত হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী। ক্রমেই সরকারী ও বেসরকারি জলাশয় ক্ষুদ্র দরিদ্র মৎস্যজীবীদের হাত থেকে ধনী বিনিয়োগকারীদের হাতে চলে যাচ্ছে। বেআইনি চিংড়ি ফার্মগুলি জল মাটি দূষিত করছে। তথাকথিত উন্নয়ন বা সংরক্ষণের নামে মৎস্যজীবীদের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র বা কাজের জায়গাগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। জম্বুদ্বীপ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আমাদের বসত বাড়িগুলির অধিকাংশই পাট্টাহীন, এবং তার সুযোগ নিয়ে উন্নয়নের নামে আমাদের গৃহহীন করার চক্রান্ত উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। নৌকা রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকায় আঘাত হানা হয়েছে। সুন্দরবনে মাছধরার উপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকা বন্ধ করা হয়েছে ও হচ্ছে। আর নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করার নামে জেলেদের উপর বন দপ্তরের অত্যাচার উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। মৎস্যজীবীদের জন্য বনবাসী অধিকার আইনের প্রয়োগ হয় না। সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত জেলেদের বিধবারা নিদারুণ দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন - সরকারী সহায়তা, ক্ষতিপূরণ বা বিমার অর্থ তারা পান না। খটি কর্মচারিরা বছরের পর বছর পরিষেবা দিয়ে গেলেও তাদের স্থায়ীকরণ হয় না। মৎস্য সমবায়গুলির বেশিরভাগই অকেজো। সুন্দরবনের আদিবাসী মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার উদাসীন। লক্ষ লক্ষ মৎস্য ভেন্ডর আর্থিক সংস্থান, পরিকাঠামো ও উপযুক্ত বাজারের অভাবে ভুক্তভোগী। দেশের মোট মৎস্যজীবীর শতকরা ৫০ ভাগের বেশি মহিলা অথচ তাদের উন্নয়নের জন্য কোন বিশেষ সরকারী প্যাকেজ বা স্কিম নেই।

কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদের জেরে মৎস্যজীবীদের দূর্ঘটনা বিমা এ রাজ্যে বন্ধ, বন্ধ হয়ে আছে মাছ ধরা বন্ধ থাকার সময়ের সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের জীবিকা সহায়তা। জীবন বিমার সংস্থান নেই। মৎস্যজীবীদের জন্য যেটুকু জাল-নৌকো, সাইকেল, ঠান্ডা বাক্সের সরকারী সহায়তা আসে তাও রাজনৈতিক দলবাজিতে প্রকৃত অভাবি মৎস্যজীবীদের কপালে জোটেনা। কিষান ক্রেডিট কার্ড বা প্রধানমন্ত্রী মৎস্যসম্পদ যোজনা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। আমফান সাইক্লোনের সরকারি ক্ষতিপূরণে ব্যাপক অস্বচ্ছতা ও দূর্নীতি হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রে এন.সি.ডি.সি প্রকল্পে সাবসিডির অর্থ ব্যাপকভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

দূর্দশাগ্রস্ত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চের (National Platform for Small Scale Fish Workers) নেতৃত্বে জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের দাবিদাওয়া তুলে ধরেছেন। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের আহ্বানে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে দাবিপত্র পেশ ও ডেপুটেশনের সাথে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি জানানো হয়েছে। ধারাবাহিক বঞ্চনা, অবহেলা ও দূর্নীতির জন্য মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত আহত এবং ক্ষুব্ধ। এর বিরুদ্ধে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দাবি করছে –

★ চাই পেশাগত মর্যাদার স্বীকৃতিঃ

মৎস্য শিকারি (জেলে), মৎস্য চাষী, মৎস্য ভেন্ডর, মাছ বাছাই ও শুকানো কর্মী নির্বিশেষে প্রতিটি মৎস্যকর্মীকে **মৎস্যজীবী ইউনিয়ন বা সমবায়ের শংসাপত্রের ভিত্তিতে** তার পেশাগত মর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে সরকারি পরিচয়পত্র দিতে হবে। সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে **প্রতিটি ছোট মাছধরা (৩০ হর্স পাওয়ার পর্যন্ত) নৌকোর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।**

★ চাই সুস্থায়ীভাবে জলাশয় ব্যবহারের অধিকারঃ

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সাথে জলাশয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জল যেখানে জেলে সেখানে।

- ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারিদের (জেলেদের) সমুদ্র, নদী, খাল, জলাধার, জলাভূমিতে সুস্থায়ীভাবে মাছ ধরার অবাধ অধিকার (পাট্টা) দিতে হবে;
- সুন্দরবন সহ সব সংরক্ষিত এলাকার নদী ও জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার দিতে হবে। **এফ. পি. সি. বাতিল করে জেলেদের নিয়ে বনাধিকার কমিটি গঠন করতে হবে।**
- সমস্ত চাষযোগ্য সরকারি জলাশয়ে স্থানীয় ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের মাছ চাষের পাট্টা দিতে হবে, লিজ প্রথা বাতিল করতে হবে;
- ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুরের লিজের ভাড়া নির্ধারণ ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং লিজ গ্রহীতা মৎস্যচাষীকে উৎখাত বিরোধী সুরক্ষা দিতে হবে।

★ চাই মৎস্যকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় জমির অধিকারঃ

- প্রতিটি সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জমির আইনি অধিকার মৎস্যজীবীদের দিতে হবে।
- কোন মৎস্যভেন্ডরকে মাছ বিক্রির স্থান থেকে সম্মতি ও উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া উৎখাত করা যাবে না।
- **জম্বুদ্বীপে মৎস্যজীবীদের মাছ শুকানোর অধিকার অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে হবে।**

★ চাই জলাশয় ও মৎস্য সম্পদ রক্ষার অধিকারঃ

- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জল, জলাশয় ও মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য দূষণ, দখলদারি, অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার সহ সমস্ত ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দিতে হবে।
- ট্রলিং, মশারি জাল, বিষ দিয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।
- **মৎস্য সুরক্ষার স্বার্থে ৩০ হর্স পাওয়ারের বেশি মৎস্যযান ও ট্রলিংসহ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক মৎস্যযানগুলির নতুন রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করতে হবে ও তাদের কোনপ্রকার সরকারি আর্থিক সহায়তা না-দেওয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে।**
- **ট্রলনেট ব্যবহারকারী ট্রলি (ট্রলার) গুলিকে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যবন্দর বা ঘাট ব্যবহার করতে দেওয়া বন্ধ করতে হবে।**

★ চাই দূর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসনঃ

মৎস্যজীবী প্রকল্পগুলির লাভ যাতে রাজনৈতিক পক্ষপাতহীন ও দূর্নীতি ছাড়া প্রকৃত অভাবি মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এন.সি.ডি.সি প্রকল্পের ব্যাপক দূর্নীতির তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। **মৎস্যজীবীদের নানাবিধ অভাব-অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকারি আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও মৎস্যজীবী ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে ব্লক স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে।**

★ চাই আর্থিক সংস্থানের অধিকারঃ

প্রতিটি মৎস্যজীবীকে জীবিকার জন্য সুলভে ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে হবে। এর জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা সহ প্রয়োজনীয় প্রকল্পের ব্যবস্থা করতে হবে। মৎস্যজীবী সমবায়, মৎস্য উৎপাদক ও স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা দিতে হবে। **মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদনের রীতি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।**

★ চাই পরিকাঠামোর অধিকারঃ

মৎস্যজীবীদের জন্য সুলভে জাল-নৌকোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে রাস্তা, মাছ শুকানোর চাতাল, পানীয় জল, আলো, শৌচাগার, বিশ্রামাগার ও গুদামঘর সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে। নদীর ঘাটে প্রয়োজনানুসারে জেটি, বাঁধানো ধাপ, আলো ও রাস্তা করতে হবে। মৎস্যভেন্ডরদের জন্য সাইকেল, ঠান্ডা বাক্স ও বাজার সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে।

★ চাই সামাজিক সুরক্ষার অধিকারঃ

ক্ষুদ্র মৎস্যকর্মীদের জীবন, দূর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য বিমা দিতে হবে। **অবিলম্বে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর জন্য ৫ লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ ইনস্যুরেন্স চালু করতে হবে। অবিলম্বে ৩০ হর্স পাওয়ার পর্যন্ত মাছ ধরা নৌকার ফ্রি-ইনস্যুরেন্স চালু করতে হবে।** আবাসন; বয়স্ক, অক্ষম ও বিধবা ভাতা সহ পূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

★ চাই মহিলা মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকারঃ

১। মহিলা মৎস্যকর্মীদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে একটি সর্বার্থসাধক বিশেষ প্রকল্প চালু করতে হবে এবং মৎস্যজীবীদের জন্য চালু সাধারণ প্রকল্পগুলিতে মহিলা মৎস্যকর্মীদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

২। **ক) সুন্দরবনের ব্যাঘ্রবিধবাদের (Tiger-Widow) চিহ্নিতকরণের জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করতে হবে এবং প্রতিটি ব্যাঘ্রবিধবাকে ক্ষতিপূরণ ও বিমার অর্থ সহ মাসিক ৩০০০/- টাকা ভাতা দিতে হবে।**

খ) অবিলম্বে সকল মৎস্যজীবী সমুদ্র-বিধবাকে (Marine-Widow) সরকারি ভাতা প্রদান করতে হবে।

★ চাই খটি কর্মচারীদের স্থায়ীকরনঃ

উপকূলের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলিতে (খটির) সরকার নিযুক্ত অস্থায়ী খটি কর্মচারীদের স্থায়ীকরন করতে হবে।

--X--